অচেনা আতঙ্ক

নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত

১

কাল শনিবার ১৪ই মার্চ ২০১৫। সত্যজিতের professional জীবনের সেই বিশেষ দিন। কাল থেকে শুরু হচ্ছে Association of Biochemists এর দু দিন ব্যাপি আঠারোতম বার্ষিক সম্মেলন, যার সম্পাদক এই ৪৩ বছর বয়সী সত্যজিৎ দাশগুপ্ত। তাই সত্যজিৎ আজ খুব ব্যস্ত। সারাদিন conference এর আয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে, অনেক phone করতে হয়েছে, অনেক email এর উত্তর দিতে হয়েছে; নিজের department এর দিকে ঠিক মতো আজ সময় দিতে পারেনি সে। সত্যজিৎ এখন কলকাতার এক প্রখ্যাত Medical College এর Biochemistry বিভাগের প্রধান; দায়িত্ব পেয়েছে কয়েকমাস হলো।

একটা বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা চারটিখানি কথা নয়। অনেক সময় দিতে হয়, অনেক দিকে লক্ষ রাখতে হয়, অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, দফায় দফায় meeting করতে হয়। সত্যজিতের department এর সহকর্মীরা অত্যন্ত সহায়ক ও সহানুভূতিশীল বলে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া সহজ হয়েছে তার পক্ষে। এক সপ্তাহ তো ওর সহকর্মীরা সত্যজিৎকে কোনো class ই নিতে দেয়নি। যাক, আর মোটে দুদিন- কাল, পরশু,- conference উতরে গেলেই অনেকটা স্বস্তি।

Medical College বিকেল ৪টে তে ছুটি হলেও conference আর association এর কাজ করতে করতে সত্যজিৎ দেখলো সন্ধ্যে ৭টা বেজে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ, দিনের বেলার মতো কলেজের কর্মব্যস্ততা এখন আর নেই। Department এর সবাই অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে- শুধু রয়ে গেছে সত্যজিতের প্রিয় demonstrator রূপঙ্কর সাহা, ওরফে রূপ, আর রাম সিং, যে ওরা বেরোলেই দেশওয়ালীদের ঠেকে গিয়ে সান্ধ্য আড্ডায় যোগদান করার জন্য উসখুস্ করছে।

“চলরে রূপ এবার বেরিয়ে পড়ি। ফেরার পথে একবার Heritage হয়ে তোকে বাড়িতে নামিয়ে আমি বাড়ি ফিরবো। শরীর আর দিচ্ছে না; কাল ৮টার মধ্যে Heritage এ পৌঁছাতে হবে- সাড়ে নটায় inauguration।”

হ্যাঁ, Association of Biochemists দের Annual Conference ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতি বছর বিভিন্ন Medical College এই হয়ে থাকে। এইবার সত্যজিতের উদ্যোগে সেটি hospital এর auditorium এ না হয়ে মধ্য কলকাতার একটি নামজাদা hotel, 'Heritage Plaza’ তে হবে। তাই বাড়ি ফেরার আগে একবার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখে নিতে চায় সত্যজিৎ আর রূপঙ্কর।

Heritage Plaza থেকে বেরিয়েই একবার travel agent কে ফোন করার প্রয়োজন বোধ করলো সত্যজিৎ। জামার pocket এ হাত দিতেই সত্যজিৎ বুঝলো phone টা pocket এ নেই। অন্যমনস্ক থাকার কারণে সে department এর নিজের table এ ফেলে চলে এসেছে।

একটা ভুলের জন্য আবার এতটা drive করে hospital এ ফিরে যেতে হবে ভেবে নিজেকেই দোষারোপ করতে লাগলো সত্যজিৎ।

রূপঙ্কর শুনে বললো, "Sir, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই। অনেকটা রাত হলো, একা একা যাবেন!"

"চল তাই চল। যত ভাবলাম তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করবো, তা না হয়ে ফালতু কাজ বাড়লো!"

সত্যজিৎ আর রূপ phone করে রাম সিং কে ডেকে department এর তালা খুলিয়ে যখন সত্যজিতের ঘরে ঢুকলো তখন রাত ৯ টা ৪৫ বাজে।

Table এর উপর mobile phone টা খুঁজতে গিয়েই সত্যজিতের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো।

Phone টা নেই তো! সত্যজিৎ তো সবসময় pocket থেকে phone টা বের করে ওর table র মাঝখানে একটা সুন্দর mobile stand এর উপর রাখে। সেখানে তো নেই। আশেপাশেও নেই।

তাহলে কি সে mobile টা Heritage Plaza তে ফেলে এলো! নাকি রাস্তায় পড়ে গেল? Conference এর আগের রাতে mobile হারালে তার মতো দুর্গতি আর কিছু নেই। তাছাড়া এই mobile টা মাত্র ৫ মাস আগে সুজাতা, সত্যজিতের স্ত্রী, ওর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল।

সত্যজিৎ এই সব ভাবছে আর তন্ন তন্ন করে table টা খুঁজছে। যদিও খোঁজার বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ সত্যজিৎ ভীষণ পরিপাটি আর তার table ও খুব ছিমছাম ভাবে সাজানো। হঠাৎ রূপঙ্কর বললো “Sir, এইতো আপনার ফোন”।

প্রিয় Samsung phone টা table এর নীচে পড়ে আছে দেখে সত্যজিৎ বললো "ওখানে কি করে গেল? যাক গিয়ে পাওয়া গেছে, আমিতো ভাবলাম চুরিই হয়ে গেল। চল অনেক রাত হলো, sorry তোকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। রাম সিং তালা দিয়ে দাও।"

“জি Sir।”

রূপঙ্কর আর সত্যজিৎ আবার বাড়ির পথে রওনা হলো। সত্যজিৎ দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেলো travel agent কে phone করার সময়। Phone এ একদম charge নেই, phone টা switch on হচ্ছেনা। Phone টা একদম নতুন, খুব যত্ন সহকারে ব্যবহার করে সত্যজিৎ; তার উপর অযথা internet ব্যবহার করেনা। তাই একবার full charge দিলে দেড় থেকে দুদিন চলে। ওর স্পষ্ট মনে আছে আজ সকালে বেরোনোর আগে full charge করে বেরিয়েছে। বাড়ি ফিরে সুজাতা কে জিজ্ঞেস করলে সুজাতাও বললো “হ্যাঁ, আজই তো সকালে চার্জ করে বেরোলে। বেরোনোর আগে আমিই তো phoneটা charger থেকে খুলে তোমাকে দিলাম। হয়তো আজ তোমার phone বেশি use হয়েছে তাই চার্জ শেষ হয়ে গেছে। চিন্তা কোরো না।”

“হ্যাঁ, তাই হয়তো হবে!”

সত্যজিৎ workaholic,- উদয় অস্ত সে কাজ করতে ভালোবাসে। কিন্তু রাত্রি বেলায় ছয় থেকে সাত ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম তার চাই-ই। তাই ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও রোজ রাতে শোওয়ার সময় সত্যজিৎ ও সুজাতা নিজেদের mobile phone switch off করেই ঘুমায়; এটা যেন ওদের luxury।

কিন্তু আজ এ কি হলো! ঠিক রাত আড়াইটের সময় সত্যজিতের এর phoneটা বেজে উঠলো।

কেন? Alarm বাজলো?

নাতো। এটা তো ringtone। কিন্তু এই ringtone তো ওর set করা নয়। ওর ringtone তো মিষ্টি, soothing। এই ringtoneটা কেমন যেন কর্কশ, ভয় পাওয়ানো।

"আরে, হয় phone টা ধরো না হয় call টা cancel করো। ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিলে যে"- সুজাতা বিরক্তির সাথে বললো।

সত্যজিৎ ইতস্তত করে call টা receive করলো ঠিকই কিন্তু phone এর ওপার থেকে কোনো প্রত্যুত্তর পেলোনা।

পরদিন D-Day। ১৪ই মার্চ, conference এর প্রথম দিন। খুব ভালোভাবেই conference শুরু হলো, চললো দুদিন ধরে। Successful conference এর মাঝে mobile এর সেই table এর নীচে ঘরের কোনে পড়ে থাকা, অপ্রত্যাশিত ভাবে charge শেষ হয়ে যাওয়া, কিংবা মাঝরাতে mobile বেজে ওঠার ঘটনা গুলো ভুলেই গেল। জীবন চলতে লাগলো তার নিজের ছন্দে, আর সত্যজিতের প্রিয় samsung mobile ও কোনো বিরক্ত করলো না।

২

কিন্তু সমস্যাটা যে কাকতলীয় নয়, মনের ভুল নয়, সেটা সত্যজিৎ আর সুজাতা বুঝতে পারলো ঠিক এক সপ্তাহ পরে। অর্থাৎ পরের শনিবার ২১শে মার্চ ঠিক রাত আড়াইটের সময় আবার যখন mobile টা, যেটা সত্যজিৎ অভ্যেসমত switch off করে শুয়ে ছিল, একটা কর্কশ, অপার্থিব ringtone এ বেজে উঠলো। যথারীতি এবার সত্যজিৎ call টা receive করার সিদ্ধান্ত নিলো কিন্তু এবার চশমা পরে call receive করার আগে number টা দেখে নিলো। মাঝরাতে কে এই অসভ্যতা করছে বারবার? সত্যজিৎ expect করেইছিলো CLI তে কোনো number reflect করবে না, তাও দেখলো কিছু দেখায় কিনা!

হ্যাঁ, একটা number উঠলো বটে। "যাক্ দেখি কে অসভ্যতা করছে!" দু-তিন বার ঘুম জড়ানো গলায় হ্যালো হ্যালো করলো, কিন্তু আগের রাতের মতোই অপর দিক থেকে কোনো সাড়া পেলনা।

পরের দিন সকালে উঠে breakfast table এ স্বামী স্ত্রী মিলে ব্যাপারটা আলোচনা করলো। সুজাতা বললো, “দেখতো number টা, দরকার হলে police এ জানাতে হবে, তোমার তো অনেক চেনা আছে- একটা complain করে দিও।” কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সত্যজিৎ recent call list এ ওইরকম কোনো number ই পেলোনা। ও সুজাতা কেও call list টা দেখাল। Last call তো ২০শে মার্চ রাত্রি সাড়ে দশটায়। মনে পড়লো ওর স্কুলের বন্ধু কুনাল phone করেছিল, তারপর তো আর কোনো call নেই- রাত আড়াইটায় তো নয়-ই। এবার কিন্তু দুজনেরই খটকা লাগলো। তাও ওরা বেশি পাত্তা দিলো না। পাত্তা দেওয়ার সময়ও সত্যজিতের নেই। সামনেই ওকে external examiner হয়ে রাঁচি আর গৌহাটি যেতে হবে পর পর।

সুজাতা কিন্তু সত্যজিৎ কে বললো, “তুমি সামনের শুক্রবার রাতে একটু alert থেকো, আবার এই উপদ্রব হয় কিনা। আমি যা লক্ষ করেছি প্রত্যেক শুক্রবার রাতেই তোমার mobile টা অস্বাভাবিক আচরণ করছে।"

“তথাস্তু!” বলে সত্যজিৎ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু তার মনের অবচেতনে কেমন জানি একটা অস্বস্তি থেকেই গেল।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে। পরের শুক্রবার রাতে সত্যজিৎ আর সুজাতা দুজনে মিলে সত্যজিতের mobile switch off করে ঘুমতে গেল। আবার রাত আড়াইটের সময় একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এবার সত্যজিৎ phone বাজার সাথে সাথে screen এ number টা দেখলো। সুজাতাকেও দেখালো; একটা pen আর কাগজ কাছেই নিয়ে শুয়েছিল, number টা note করে রাখলো- 449812। Number টা লেখা হয়ে গেলে সুজাতা এবার call টা receive করলো। হ্যালো বললো, কিন্তু প্রতিবারের মতোই নৈঃশব্দ্য ছাড়া কিছুই মিলল না। পরেরদিন সকালে উঠে call register check করতে সত্যজিৎ দেখলো- সেই এক ব্যাপার, কোনো record ই নেই। সত্যজিৎ যে number টা slip pad এর কাগজে লিখে রেখেছিল সেটা দুজনে মিলে পরীক্ষা করলো, ৬ সংখ্যার number; এই রকম হয় নাকি? সুজাতা বললো “একবার dial করেই দেখো না।” সত্যজিৎ তাই করলো, ওপার থেকে recorded voice এ উত্তর এলো, "আপকে দ্বারা dial কিয়া গয়া number গলত হ্যায়"।

প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। এতদিন এই অদ্ভুতুড়ে ঘটনার কথা সত্যজিৎ স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে বলেনি। একজন যুক্তিবাদী প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে সত্যজিতের গর্ব আছে। এখন এইসব আজগুবি ঘটনা সবাইকে জানালে লোকে তাকে ভীতু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা পাগল ভাববে। কিন্তু ব্যাপারটা এতবার ঘটেছে যে সেটাকে সে মনের ভুল বলেও সরিয়ে রাখতে আর পারছে না। আর শুক্রবার এলেই তার মন পড়ে থাকছে mobile phone টার উপর- অযথা একটা চাপা উত্তেজনা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়; সেকি পাগল হয়ে যাবে?

৩

প্রায় আরো দু সপ্তাহ কেটে গেছে। একদিন সকালে সত্যজিতের department এর সবাই seminar room এ একত্রিত হয়েছে, আধ ঘন্টা পরে একটি departmental seminar আছে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারই এইরকম হয়ে থাকে। চা খেতে খেতে প্রসঙ্গটা তুললো দুই Assistant Professor- মৌসুমী আর রজত। ওরা খুব কলকাতার haunted house সম্বন্ধে আগ্রহী। সত্যজিৎ দুদণ্ড ভাবলো; সে department এর head,- সে কি করে তার junior দের তার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে হাসির খোরাক হবে? সবাই ভাববে ৪৩ বছর বয়সেই head এর ভীমরতি ধরেছে!

শেষমেশ এই সুযোগে সত্যজিৎ তার এই মাসখানেকের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা সহকর্মীদের সাথে share করার সিদ্ধান্ত নিলো। Reaction নানারকম হলো- মৌসুমী আর রজত তো সব শুনে ভীষণ excited হয়ে পড়লো। সবথেকে বয়ঃজেষ্ঠ প্রদীপদা বললেন "সত্যজিৎ তুমি দু-চার দিন ছুটি নাও। বোঝাই যাচ্ছে অত্যধিক কাজের চাপের জন্য তোমার মনের উপর চাপ পড়ছে, আমরা সবাই আছি, চালিয়ে নেব"। সত্যজিতের সমবয়সী অনন্ত বললো "তুই horror stories পড়া আর horror movies দেখা বন্ধ কর"। ব্যাপারটা আর বেশি গড়ালো না। যে যার মতো interpretation আর উপদেশ দিয়ে সেদিনের seminar এ মনোনিবেশ করলো।

৪

দুদিন পর, অর্থাৎ শনিবার। তখন বাজে দুপুর দেড়টা, Department প্রায় ফাঁকা। সত্যজিৎ ও এবার বেরোবে। শনিবার half ছুটি হওয়ার জন্য দুপুরে বাড়ি গিয়ে সুজাতার সঙ্গে lunch করে। এর মধ্যে গতকাল রাতের সেই ভৌতিক ব্যাপার

একই ভাবে ঘটেছে। সত্যজিতের আর কিছু করার নেই। নিজের মনকে বুঝিয়েছে ভয় পাওয়ার থেকে ignore করাই ভালো। সত্যজিৎ যেই উঠতে যাবে সেই সময় ঘরে ঢুকলো গণেশদা, এই department এর সবথেকে পুরোনো staff। গণেশদার মতো GDA খুব কমই হয়। ঘর ঝাড়পোছ করা, peon এর কাজ করা, রোজ সকালে চা করা, বিস্কুট সহকারে সবাইকে serve করা; গণেশদা একদিন না এলে ওরা সবাই চোখে অন্ধকার দেখে। গণেশদা বিহারী হলেও পরিষ্কার বাংলা বলে। ঘরে ঢুকে একটু ইতস্ততঃ করে বললো "Sir, এক বাত বলুঁ"। "বলো"- সত্যজিৎ বললো। "পরশুদিন seminar এর আগে যখন চা দিচ্ছিলাম আপনি কি এক ভূতের গল্প বলছিলেন"। সত্যজিৎ বললো "ভূতের গল্প নয়, আমার mobile এ কি সব অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে, প্রায় একমাস থেকে, conference এর আগের দিন থেকে; সন্ধ্যেবেলায় ভুল করে phone টা department ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম"।

"হাঁ, হাম ভি শুন রাহা থা আমিতো সেই ছোটবেলা থেকে এই department এ আছি, সেই চাকরি পাওয়ার আগে থেকেই, শুনেছি এই department এ এক খুন হুয়া থা"।

“তাই নাকি! আমিতো শুনিনি।”

“হাঁ Sir, আমিও পুরোটা জানিনা, কিন্তু forensic এর সুকদেও আছে, ও ভাল জানে। কারণ ওর বাবা সেই সময় এই department এ duty করতো। সুকদেও কখনো রাতের বেলায় এদিকে আসেনা, আমাদেরও আসতে দেয় না। আমি কি একদিন সুকদেও কে ডেকে আনবো?"

সত্যজিৎ ভাবলো গণেশ আর সুকদেও জানলে সারা college আর hospital চাউর হয়ে যাবে তার এই আষাঢ়ে গল্প। তাই গণেশ কে একরকম নিরস্তই করলো। কিন্তু পরে ভাবলো একবার সুকদেব কে জিজ্ঞেস করলে ক্ষতি তো কিছু নেই। রজত আর মৌসুমী ও খুব আগ্রহ দেখালো।

একদিন, যেদিন কাজের চাপ একটু কম ছিল, সত্যজিৎ FMT থেকে সুকদেব কে ডেকে পাঠালো। শরীর খারাপ বলে মৌসুমী সেদিন আসেনি, কিন্তু রজত কেও থাকতে বললো।

সুকদেব এসে বললো তার তখন “করিব ১৫ বরস উমর”। ওর বাবা এই department এ sweeper এর কাজ করত আর ওরা তখন থেকেই menials’ quarter এ থাকে। “একদিন এক বাহার কা আদমী ইঁহান পে গোলি খায়া, তারপর রাতে hospital এ মারা যায়। খুনি ভি বাহার কা হি থা, মগর কভি পকড়া নেহি গয়া। FSM কা head sir ছানবিন কর রহে থে। আমার বাবা forensic মে ভি কাম কর চুকে থে। তাই বাবা ভালো জানবে”।

“তোমার বাবা এখানে আছেন?”

“না, দেশে আছেন। ৮৫ বছর বয়স, আপ চাহে তো phone পে বাত কর সকতে হ্যায়।”

রজত বললো “Sir, সুকদেবের বাবার সঙ্গে একবার কথা বলুনই না। ক্ষতি তো নেই।”

সত্যজিৎ: “আমি এসব পারবো না”

রজত: “তাহলে আমি একবার phone করি, with your permission?”

সত্যজিৎ: “সে করতে হয় করো।”

সুকদেবের ৮৫ বছরের বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে বছর ৩৫ আগে এই biochemistry building এর দোতলায়, যেখানে এখন সত্যজিৎ রজত দের সব কর্মকান্ড, সেখানে একজন খুন হয়েছিল, যা নিয়ে college এ অনেক তোলপাড় হয়েছিল- কিন্তু খুনের কিনারা হয়নি, খুনিও ধরা পড়েনি। পুলিশ তো যা করার করেই ছিল কিন্তু college এর তরফ থেকে Forensic এর Head Sir, রাজেন বাবু, রাজেন্দ্রনাথ বসু ছানবিন করেছিলেন।

রজত বললো “FMT তে আমার অনেক বন্ধু আছে, আমি খোঁজ নেব Sir, আপনাকে কিছু ভাবতে হবেনা।”

রজত খুব কাজের ছেলে। দুদিনের মধ্যে অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বসুর details জোগাড় করে ফেলল। তাঁর অনেক বয়েস হয়েছে, চোখেও কম দেখেন, একটা stroke হয়ে গেছে, তাও রজত দমবার পাত্র নয়। সত্যজিৎ কে বললো “উনি তো সোনারপুরেই থাকেন- কোনো এক শনিবার college ফেরত আমি আর আপনি দেখা করে আসবো। উনি যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন।”

খুব ইচ্ছা না থাকলেও শেষমেশ সত্যজিৎ রাজি হলো যেতে, আর এক শনিবার দিন বিকেল বেলায় ওরা দুজনে Dr.Basu র সোনারপুরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সত্যজিৎ অবশ্য খুব আশাবাদী ছিলোনা। বুড়োর বয়স হয়েছে, stroke হয়ে গেছে, তার উপর প্রায় চার দশক কেটে গেছে।

কিন্তু Prof.Basu র সঙ্গে দেখা করাটা বিফলে গেল না। উনি বললেন “দেখ বাবা এতদিন হয়ে গেছে, আমার কি আর সব কথা মনে আছে? তবে এটা বলতে পারি, আমাকে ওই প্রশান্ত কর্মকারের খুনের তদন্ত committeeর প্রধান করে report দিতে বলা হয়েছিল। Report আমি দিয়েওছিলাম। আমিতো তখন FSM এর Head, অনেক কাজ। আমাকে report লিখতে সাহায্য করেছিল কৌশিক দত্ত, তখন demonstrator, এখন বোধহয় North Bengalএর Professor & Head। ওর কাছে গেলে বেশি ভালো জানতে পারবে। আর, দাঁড়াও একটা file তোমাদের দিই। এই file টা সযত্নে রাখা আছে, ভেবেছিলাম এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা নিয়ে একটা paper লিখবো; head এর অগোচরে, teacherদের অজান্তে তখনকার দিনে hospital এ কিরকম অরাজকতা হতো, কিরকম অসামাজিক কাজ চলতো,- কিন্তু তা আর কোনো দিনও publish করা হয়নি। এখানে প্রশান্ত কর্মকারের এর মৃত্যুর details সব পাবে।'

এরপর সত্যজিৎ কে আর কিছু করতে হলো না। অত্যুৎসাহী রজত সঙ্গে মৌসুমী North Bengal এর professor কৌশিক দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করে, আর রাজেন বাবুর দেওয়া file ঘেঁটে ৩৪ বছর আগের এক ১৩ই মার্চ শুক্রবারের সম্ভাব্য ঘটনাটা reconstruct করলো। আর তার থেকেই সত্যজিতের mobile এর সাপ্তাহিক অদ্ভুত আচরণের কারণ বেরিয়ে এলো।

৫

সময়টা আশির দশকের প্রথম দিকের। এই college এর biochemistry বিভাগের clerk নির্মাল্য সরকার। তখন বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই। সরকারী চাকরি ছাড়াও তার গোটা দুই দুনম্বরী ব্যবসা ছিল, যেটা department এর কেউ জানতো না। সঙ্গে ছিল মদ ও জুয়ার নেশাও। কাঁচড়াপাড়ায় বাড়ি ছিল বলে head sir এর কাছ থেকে special permission নিয়ে department এর একটা চাবি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। কখনো train এর গন্ডগোল, কিংবা পথ অবরোধ ইত্যাদি থাকলে এই department ই রাতে থেকে যেত। কিন্তু সেটা যে রোজ সন্ধ্যে বেলা জুয়া আর মদের আড্ডা বসানোর জন্য সেটা investigation এর আগে অবধি কেউ বুঝতে পারেনি।

এই নির্মাল্য সরকারের এক ক্লাস এর বন্ধু ছিল দক্ষিণ কলকাতার Bondel Road বাসী লোহার ব্যবসায়ী প্রশান্ত কর্মকার। সেও যে খুব সোজা পথে ব্যবসা করতো তা নয়। উৎশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য বাজারে অনেক দেনাও ছিল তার। পারিবারিক শান্তিও খুব একটা ছিল না।

সন্ধ্যে ৬টার পর যখন college নিস্তব্ধ, সব department গুলোতে তালা পড়ে গেছে তখন নির্মাল্য, প্রশান্ত আরো দু চারজন বন্ধু মিলে Biochemistry department এর ঘর খুলে মদের বোতল নিয়ে বসে পড়ত। সাধারণত রাত ১০টা ১১টার বেশি তাস, আড্ডা চলতো না। কারণ নির্মাল্য কে সবকিছু গুছিয়ে রেখে বেরোতে হতো, যাতে সকালে Sir রা কিছু টের না পায়।

একদিন প্রশান্ত এসে নির্মাল্য কে জানালো তার জীবন বিপন্ন, তার business partner রতন হালদার তাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। প্রশান্তর সব কথা নির্মাল্য মন দিয়ে শুনলো, তাকে মনে সাহস যোগাল, কিন্তু নির্মাল্য জানতো দোষটা মূলত প্রশান্তরই কারণ সে অন্যকে ঠকাতে ও blackmail করতে ছিল সিদ্ধ হস্ত।

যাবতীয় নথিপত্র ঘেঁটে রজত বুঝতে পারলো সেই ঘটনাবহুল দিনটি ছিল শুক্রবার ১৩ই মার্চ ১৯৮১। খেয়াল করল সত্যজিৎ Sir এর mobile এ ভূতের উপদ্রব ও শুরু হয়েছিল কোনও এক শুক্রবার ১৩ই মার্চ তার ঠিক ৩৪ বছর পরে।

সেই ঘটনাবহুল শুক্রবার ১৩ই মার্চ ১৯৮১ প্রতিদিনের মতোই নির্মাল্য আর তার দুই বন্ধু মদ্যপানের জন্য Biochemistry department এর সেই ঘরটিতে বসেছিল। "সাতটা বেজে গেল। এখনো তো প্রশান্ত এলোনা" বললো তাদের মধ্যে একজন। নির্মাল্য বললো "আসবে, আসবে- দেখছিস না বৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো আটকে গেছে।" এই বলে ওরা গল্প গুজবে মশগুল হয়ে পড়ল। আটটা নাগাদ হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে ধপ ধপ দু-তিনটে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। নির্মাল্য বললো "এই যে প্রশান্ত এলো বলে"। এমন সময় অকস্মাৎ একটা গুলি চলার আওয়াজে সবাই চমকে উঠল, আর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল সিঁড়িতে প্রশান্ত পড়ে আছে, তার পিঠে গুলি লেগেছে। বোঝাই গেল কেউ পিছন দিক থেকে প্রশান্ত কে গুলি করে চম্পট দিয়েছে।

নির্মাল্যদের চিৎকারে হাসপাতালের Group-D কর্মীরা জড়ো হলো। প্রশান্তর রক্তাক্ত দেহটা তাড়াতাড়ি hospital emergency তে নিয়ে তাকে ভর্তির ব্যবস্থা করল। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করল। পুলিশ প্রশান্ত ও তার বন্ধুদের বয়ান নিল।

কিন্তু যথাযত চিকিৎসা সত্বেও শুক্রবার রাত্রে অর্থাৎ Saturday ১৪ই মার্চ ১৯৮১ রাত আড়াইটায় প্রশান্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এরপরই police investigation এর সঙ্গে সঙ্গে college এর enquiry committee গঠিত হলো, যার পুরোভাগে ছিলেন অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বসু । সেই অনুসন্ধান শেষে নির্মাল্য সরকারের বদলি হয়ে গেল অন্য একটি medical college এ। ডাক্তার বসু আর ডাক্তার কৌশিক দত্ত রজত দের জানালেন যে প্রশান্ত কর্মকারের খুনি কিন্তু কোনদিনও ধরা পড়েনি।

৬

রজত আর মৌসুমী এবার তাদের গবেষণার ফল জানালো। “Sir, আপনার mobile টা ঠিক কোন্ সময় অদ্ভুতভাবে বেজে ওঠে?” রজত বলল। “প্রতি শুক্রবার রাত আড়াইটা নাগাদ। মানে officially 2:30AM Saturday morning” বললো সত্যজিৎ।

“Eureka, মিলে যাচ্ছে” বললো রজত। “প্রশান্ত কর্মকার মারা গিয়েছিলেন ১৪ই মার্চ, Saturday 2:30AM- as per records।”

“আচ্ছা Sir, যে নম্বর থেকে call আসে সেই numberটা নোট করে রেখেছেন না?” রজত জিজ্ঞেস করলো।

"ওটা তো non- existent number- ওটা দিয়ে কি হবে?” সত্যজিৎ বললো।

“Sir, কালকে numberটা আমাকে একবারটি বলবেন? BSNL এ আমার এক কাকা কাজ করেন।”

রজত খোঁজ নিয়ে জানলো যে সেই 449812 numberটা আশির এর দশকের Calcutta Telephones এর valid number হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়- আর এক্সচেঞ্জ টা দক্ষিণ কলকাতার কোথাও হবে।

এর মধ্যেই প্রায় নয়-দশ মাস কেটে গেছে। প্রতি শুক্রবার রাত্রে সত্যজিতের mobile এ ভূতের উপদ্রব হয় আগের মতোই, কিন্তু অন্য সময় কোনো অসুবিধা নেই। তাও মনের কোনে একটা অস্বস্তিভাব থাকা সত্বেও সত্যজিৎ এই ব্যাপারটাকে আর কোনো গুরুত্ব দিতে চাইলো না, যদিও সুজাতার পিসতুতো দাদা, বাবুদা, যিনি তন্ত্র সাধনা, ভূত, প্রেত, অতি প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে চর্চা করেন, ওদের কে সাবধান করে দিলেন এই বলে যে, তার মতে প্রশান্ত কর্মকারের অতৃপ্ত আত্মাই তার মৃত্যুর রাতে Biochemistry Departmentএর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, এবারে যেহেতু সেই সময় ১৩ই মার্চ শুক্রবার Biochemistry Department এ phoneটা রয়ে গিয়েছিল, তাই phoneটা প্রশান্ত কর্মকারের আত্মার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, প্রতি সপ্তাহে কিছু সময়ের জন্য।

সুজাতার দাদা বললেন “তোমরা তো বৈজ্ঞানিক, এসব মানো না। কিন্তু আমি, সত্যজিৎ, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি- সামনেই আবার ১৩ই মার্চ- সেই দিনটা অন্তত একটু সাবধানে থেকো”। মৌসুমী আর রজত ও একই কথা বললো। রজত একটু পাকা, বললো “Sir, আমার calculation অনুযায়ী ১৩ই মার্চ সন্ধ্যেবেলা কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। সেদিন কি রাত ৮টা থেকে ৯টা আমরা সবাই Biochemistry Department এ থাকবো? যদি রাজি থাকেন আমি আপনার সঙ্গে সেদিন department এ থেকে দেখতে পারি, কিছু হয় কিনা।"

সত্যজিৎ স্বভাবতই রজতের এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিলো, বললো “আমার বয়স বা সময় নেই ভূতের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার বা adventure করার।"

৭

১৩ই মার্চ ২০১৬। একবছর কেটে গেছে। আজকের দিনটায় কিছু ঘটতে পারে রজত বলেছে; সুজাতার বাবুদাও সাবধান করে দিয়েছেন। তাই সত্যজিতের কেমন যেন সকাল থেকে অস্বস্তি হচ্ছে- বার বার চোখ চলে যাচ্ছে, তার mobile phone এ। “নাহ এটা একেবারেই ছেলেমানুষী” ভাবলো সে। কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরলো চারটের সময়।

আজ আবার সুজাতার একটা dinner party আছে। তাই সন্ধ্যেবেলা সুজাতা সেজেগুজে বেরোবে। যাক ভালোই হবে ২-৩ঘন্টা নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করবে সত্যজিৎ। সত্যজিতের dinner সুজাতা সব সাজিয়ে রেখে যাবে table এ। সময় মতো খেয়ে নিলেই হলো।

সুজাত বেরিয়ে গেল ৭টার সময়। সত্যজিৎ বই নিয়ে বসে পড়লো। ডাক্তারি line এ পড়াশুনা না করলে, নিজেকে updated না রাখলে, নিজেরই কিরকম অপরাধবোধ জাগে।

পড়াশুনায় যখন সত্যজিৎ মগ্ন, হঠাৎ অপার্থিব কর্কশ ringtone এ mobile টা বাজতে থাকলো। এই ringtone টা ওর চেনা। এটা সেই ringtone যা ওরা এই এক বছরধরে প্রতি শুক্রবার রাত্রে শুনতে অভ্যস্ত। Time আর calling number দেখলো, screen এ রাত্রি ৮:০৩। আর সেই অপার্থিব non-existent 449812। Call টা accept করে phone টা কানে দিলো সত্যজিৎ। দুবার hello hello বললো- তারপর আর কিছু মনে নেই।

রাত দশটা। সুজাতা ফিরেছে dinner party সেরে। Calling bell বাজাচ্ছে কিন্তু সত্যজিৎ দরজা খোলে না কেন? সুজাতা সবসময় বেরোনোর সময় flat এর duplicate চাবি নিয়ে বেরোয়। সেই চাবি দিয়ে flat এ ঢুকে দেখলো সত্যজিৎ বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। অচেতন, মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। মনেহয় convulsion হয়েছে। কিন্তু সত্যজিতের তো সেরকম কোনো অসুখ ছিলো না!

সুজাতা ভয় পেয়ে পাশের flat এর শিবু দা আর বৌদি কে ডাকলো। ওরা সবাই মিলে চোখে মুখে জল দিয়ে সত্যজিতের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো।

“একি হয়েছে তোমার? কি করে হলো? Dinner করো নি? শরীর খারাপ লাগছে? Dr.Sen কে খবর দেব?" অনেকগুলো প্রশ্ন সুজাতা এক নিশ্বাসে করে ফেলল।

“শরীর অসুস্থ লাগলে আমাকে একটা phone করলে না কেন? আমি আগেই চলে আসতাম।” এই কথাটা বলেই সত্যজিতের mobile টার দিকে চোখ চলে গেল সুজাতার। Phone টা তো sofa র উপরেই আছে সত্যজিতের পাশে কিন্তু screen টা এই রকম চৌচির হলো কি করে? পড়ে গিয়েছিল কি?

সত্যজিৎ এতক্ষনে একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। পাশের বাড়ির বৌদি আধ glass জল দিলো, কয়েক sip খেলো। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, স্বর বেরোচ্ছে না।

“ডাক্তার ডাকবো?' আবার ব্যগ্র হয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো।

“কোনো দরকার নেই। এখন আমি ঠিক আছি, খালি একটু দুর্বল।”

সুজাতা দেখলো সুঠাম চেহারার সত্যজিৎ কে যেন খুবই কাহিল লাগছে আর তার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ, অজানা আতঙ্কের অভিব্যক্তি।

পুরোপুরি ধাতস্থ হতে সত্যজিতের আরো কয়েকমিনিট লাগলো। তারপর শিবুদাদের বিদায় দিয়ে সুজাতাকে বললো পাশে বসতে। বাচ্চা ছেলের মতো সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলো, বললো “আমার খুব ভয় করছে।”

সুজাতা বললো “কিচ্ছু ভয়ের নেই। চলো একবার hospital emergency যে গিয়ে ECG ইত্যাদি করিয়ে নি। আমি গাড়িটা বের করছি।”

সত্যজিৎ বললো– “কিচ্ছু করতে হবে না। পাশে বস। এটা ডাক্তারের কম্ম নয়। তোমার দাদার কথাটাই ঠিক।”

“মানে?” জিজ্ঞেস করলো সুজাতা।

“আজ কত তারিখ মনে আছে?”

“হ্যাঁ, 13th March।"

“13th March, 1981 রাত ৮টা নাগাদ প্রশান্ত কর্মকার গুলিবিদ্ধ হয়েছিলে– তোমাকে বলে ছিলাম না? তুমি বেরোনোর পর আমি পড়াশুনা করছিলাম। ঠিক ৮টার সময় ওই কর্কশ ringtone এ phoneটা বাজল। সেই অদ্ভুত number 449812। আমি ধরলাম। মনে হল শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল– যেন electrocuted হলাম।”

“তারপর জানো স্পষ্ট দেখলাম– প্রশান্ত কর্মকার বলে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, আমাকে বললো, ‘আমি তোর Biochemistry Department এর সিঁড়িতে ১৩ই March ১৯৮১ সালে গুলিবিদ্ধ হই। আমার business partner আমাকে খুঁজে লোক লাগিয়ে খুন করে। আমি মারা যাই সেই রাতে আড়াইটার সময়। জানিস নিশ্চয়ই তোর mobile এ আমি প্রত্যেক শুক্রবার রাত আড়াইটার সময় আসি। আমার খুনের কিনারা হয়নি, দোষীরা শাস্তি পায়নি, তাতে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। কিন্তু আমার পরিবার পারলৌকিক ক্রিয়া খুব দায়সারা ভাবে করেছিল; অপঘাতে মৃত্যু তো! তাই

আমি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারিনি। প্রতি শুক্রবার রাতে তোর department এর আসে পাশে ঘোরাফেরা করি। তুই রাতে থাকিস না বলে অনুভব করতে পারিস না। আমার ছেলের car decor এর দোকান আছে bondel gate এর কাছে। ছোট্ট দোকান কিন্তু খারাপ চলে না। তুই যদি প্রত্যেক শুক্রবার শান্তিতে ঘুমোতে চাস তো সেই দোকানে গিয়ে আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করে বলিস গয়ায় গিয়ে যেন পিন্ড দেয়, তাহলে আমি আর কাউকে বিরক্ত করবো না।' ”

“সুজাতা, তোমাকে এটা বলতে পেরে খুব হালকা লাগছে। চলো খেয়ে নি, যদিও খাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই।”

Department এ গিয়ে সত্যজিৎ তার আর experience পাঁচকান করলো না। কিন্তু রজত কে না বললেই নয়। সব শুনে রজত বললো “আমিও খোঁজ নিয়েছিলাম। GDA, sweeper রা নাকি বলাবলি করে এই বাড়িতে ভূত আছে। সন্ধ্যের পর কেউ এদিকে আসতে চায় না। কিন্তু আমরা কি ভাববো সেই জন্য তারাও আমাদের কোনোদিন কিছু বলেনি।”

“Sir, আপনার mobile টার screen টা তো ফেটে চৌচির, পড়ে গেছিলো নাকি?” নাকি এটা প্রশান্ত কর্মকারের কারসাজি?”

অন্যসময় হেসে উড়িয়ে দিলেও এবার সত্যজিৎ প্রচন্ড গম্ভীরভাবে বললো, “Phone টা আমার হাতেই ছিল, কোথাও পড়েনি, এবার বুঝে নাও ব্যাপারটা কি।”

“Sir, Bondel Gate তো খুব দূরে নয়,চলুন না আজই”। রজত বললো।

“আজ নয়। এখনও আমি বিধ্বস্ত আর ভীত। দুদিন পরে যাই।”

“আপনি যা বলবেন। But, I am always at your service, Sir”।

৮

একদিন সময় দেখে, যেদিন দুজনেরই class কম ছিল, রজত আর সত্যজিৎ bondel gateএর car decor এর দোকানের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। রূপঙ্কর ও সব ঘটনা শুনে বায়না ধরলো যাবে। After all, ও-ই তো প্রথম দিন Sir এর সাথে ছিল। তিনজনে সেই কাঙ্ক্ষিত দোকানটির খোঁজে Bondel gate এর কাছাকাছি গেল। দোকানটি খুঁজে বার করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলোনা, কারণ এই চত্বরে car decor এর দোকান একটাই আছে। মালিকের খোঁজ করতে কর্মচারী ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো প্রদীপ্ত কর্মকারের সঙ্গে- মাঝবয়সী, শ্যামবর্ণ, স্বল্পকেশ, medium height এর এক ভদ্রলোক।

সত্যজিৎ কিছু কিনতে আসেনি শুনে একটু হতাশ হলেও, তাদের ভালোভাবেই entertain করলেন প্রদীপ্তবাবু। সত্যজিতের সব কথা শুনে উনি সব ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করলেন। এও বললেন যে উনি তখন খুব ছোট ছিলেন যদিও,

কিন্তু তাঁর বাবার শ্রাদ্ধশান্তি যথাযথ ভাবে যে হয়নি সেটি ওঁর মাকে অনেকবার আক্ষেপ করতে শুনেছেন। উঠে আসার আগে সত্যজিৎ বললো "আচ্ছা এই phone number টা কি আপনার জানা? - 449812।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই। এটাতো আমাদের বাড়ির phone number ছিল। বাবার নামে connection ছিল- calcutta telephones এ। পরে অবশ্য number টা change হয়। তারপর আমরা line টা surrender করে দিই। এখন তো mobile এর যুগ।"

"অনেক ধন্যবাদ। গয়ায় বাবার পিন্ড দেওয়ার কথাটা মনে রাখবেন। আর যত তাড়াতাড়ি পারেন তত ভালো হয়।" বলে সত্যজিতরা উঠে পড়লো।

প্রশান্ত কর্মকারের ছেলে গয়ায় গিয়ে পিন্ড দান করেছিলেন কিনা জানা যায়নি, তবে সুজাতার অনুরোধে সত্যজিৎ সেইদিন ই mobile টা exchange করে আর একটা mobile কিনে নিলো; consciously brand আর model আলাদা। আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া নয়।

সত্যজিতের mobile টা second hand যে কিনলো তার কোনো ভৌতিক বিড়ম্বনা হলো কিনা জানা নেই, কিন্তু এর পর থেকে প্রতি শুক্রবার রাতের বিভীষিকা আর সত্যজিৎ কে তাড়িয়ে বেড়ায়নি।

এই উপন্যাসের সব চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তব কোনো ঘটনা বা চরিত্রর সঙ্গে সাদৃশ্য নিতান্তই কাকতলীয় ও অনিচ্ছাকৃত।

সহায়তায় সৌম্য রায়।